পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
জেশপ বিল্ডিং (দ্বি-তল), ৬৩, এন. এস. রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্মারক সংখ্যা : ২৪৫৬/পিএন/ও/এক/ ১ই-৯/২০০৩ তাং : ১০. ০৬. ২০০৮

প্রেরক : ডাঃ মানবেন্দ্রনাথ রায়
প্রধান সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রতি : জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক ও
জেলা শাসক ....

বিষয় : ২০০৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন আইনের ২০ নং ধারার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ পদ্ধতি ।

মহাশয়,

এই রাজ্যের ১৭টি জেলায় সাধারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর প্রথম সভা পরিচালনা এবং পদাধিকারী নির্বাচন নিয়ে ২৭.০৫.২০০৮ তারিখের ২২৩৮/পি.এন/ও/এক/এক.ই-৯/২০০৩ স্মারক সংখ্যায় বিশদভাবে বলা হয়েছে । এরপর বিভিন্ন জেলা থেকে পদাধিকারী নির্বাচন প্রসঙ্গে বেশ কিছু সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে । ঐগুলি মুলতঃ পদের সংরক্ষণ এবং বিশেষ শ্রেণীভুক্ত সংরক্ষিত পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তির অপ্রতুলতা সম্পর্কীয় । ঐ সমস্যাগুলির সুরাহা করার জন্য ২০০৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন আইনের ২০ নং ধারার ব্যাখ্যা করে তার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ নিচে দেওয়া হলো ।

১. সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যদি কোন রাজনৈতিক দল কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (মোট সদস্যের অর্ধেকের বেশী) পেয়ে থাকে অথচ যে বিশেষ শ্রেণীর জন্য সেই গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদে যথাক্রমে প্রধান / সভাপতি / সভাধিপতির পদ সংরক্ষিত করা হয়েছে সেই শ্রেণীর কোন সদস্য ঐ রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচিত হননি, সেইক্ষেত্রে ঐ রাজনৈতিক দল ঐ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত কোন একজন ব্যক্তিকে ২০০৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন আইনের ২০ নং ধারা অনুসারে সহযোজিত (কো-অপ্ট) করতে পারবে ।

যদি ঐ পঞ্চায়েতে এক বা একাধিক সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এমন কোন রাজনৈতিক দল থেকে কোন নির্বাচিত সদস্য অথবা কোন নির্বাচিত নির্দল সদস্য ঐ সংরক্ষিত পদের জন্য যোগ্য শ্রেণীভুক্ত হন, সেক্ষেত্রেও পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দলটি বিশেষ শ্রেণীর নিমিত্ত সংরক্ষিত

পদের নির্বাচনের জন্য যোগ্য ব্যক্তির সহযোজন (কো-অপশন) করতে পারবেন । সহযোজনের প্রয়োগ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো ।

(ক) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন আইনের ৪, ৫ এবং ৬ নং ধারা অনুসারে ঐ ব্যক্তির প্রার্থী হবার যোগ্যতা থাকতে হবে এবং ঐ আইনের ৭ নং ধারা অনুসারে ঐ ব্যক্তির কোন অযোগ্যতা থাকবে না ;

(খ) যে রাজনৈতিক দল পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন (মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশী), সেই রাজনৈতিক দলের প্রতীক চিহ্ন নিয়ে নির্বাচিত মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে প্রস্তাবিত ব্যক্তির নাম, তাঁর পিতা / মাতা / স্বামীর নাম ও ঠিকানা এবং ঐ ব্যক্তির নাম গ্রাম পঞ্চায়েতের যে ভোটার তালিকায় আছে তার অংশ বা পার্ট নম্বর এবং ক্রমিক সংখ্যা সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে, পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে মহকুমা শাসকের কাছে এবং জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে জেলা শাসকের কাছে ঐ পঞ্চায়েতের প্রথম সভা হবার অন্ততঃ তিনদিন আগে স্মারক পত্র করে জমা দিতে হবে ;

(গ) সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বা মহকুমা শাসক বা জেলা শাসক (যেখানে যেমন প্রযোজ্য হবে) ঐ প্রস্তাবিত ব্যক্তির যোগ্যতা বিবেচনা পূর্বক সম্মতি জানিয়ে মনোনীত প্রিসাইডিং অফিসারের মাধ্যমে প্রথম সভার দিন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতে পাঠিয়ে দেবেন । প্রিসাইডিং অফিসার গৃহীত প্রস্তাবটি প্রথম সভার দিন সকল সদস্যের গোচরে আনবেন এবং অন্য সদস্যদের সাথে সহযোজিত (কো-অপ্টেড) সদস্যের শপথের ব্যবস্থা করবেন ;

(ঘ) ঐ সহযোজিত (কো-অপ্টেড) সদস্যের সদস্যপদ পূর্বোক্ত আইনের ২০ নং ধারা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে । তিনি একজন সাধারণ সদস্যের মতো ক্ষমতা ভোগ করবেন এবং দায়িত্ব পালন করবেন । তবে প্রথম সভার দিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের কোন শূন্য পদে তাঁকে অবশ্যই নির্বাচিত হতে হবে, অন্যথায় তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে ।

২. যদি কোন পঞ্চায়েতে কোন রাজনৈতিক দলই পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করে থাকেন, সেইক্ষেত্রে প্রধান বা সভাপতি বা সভাধিপতির পদটি যে বিশেষ শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত, ঐ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত সদস্য যিনি সংরক্ষিত বা অসংরক্ষিত যে কোন আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন (তিনি কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত বা নির্দল হতে পারেন) তিনি পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত গঠন নিয়মাবলী অনুসারে ঐ সংশ্লিষ্ট পদে নির্বাচিত হতে পারেন । এইক্ষেত্রে সহযোজনের (কো-অপশনের) কোন সুযোগ নেই ।

৩. যদি কোন পঞ্চায়েতে কোন রাজনৈতিক দলই পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করে থাকেন এবং প্রধান বা সভাপতি বা সভাধিপতির জন্য নির্দিষ্ট সংরক্ষিত পদে নির্বাচিত হওয়ার মতো কোন সদস্য সংরক্ষিত বা অসংরক্ষিত কোন আসন থেকে নির্বাচিত না হয়ে থাকেন, সেইক্ষেত্রে প্রধান বা সভাপতি বা সভাধিপতির পদে নির্বাচন আপাততঃ স্থগিত থাকবে । প্রথম সভায় উপ-প্রধান বা সহকারী সভাপতি বা সহকারী সভাধিপতি পদে (যেখানে যেমন প্রযোজ্য হবে) নির্বাচন হবে এবং তিনি সাময়িক ভাবে প্রধান বা সভাপতি বা সভাধিপতির ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করবেন । তবে কোন

আকস্মিক শূন্য পদে ঐ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত সদস্য নির্বাচিত হয়ে এলে তিনি প্রধান বা সভাপতি বা সভাধিপতির পদে নির্বাচিত হতে পারেন ।

৪. গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের উপ-প্রধান / সহকারী সভাপতি / সহকারী সভাধিপতির পদটি যদি কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত থাকে, তাহলে পূর্বোক্ত পরিস্থিতি অনুসারে একইভাবে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে ।

৫. কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদে পদাধিকারী নির্বাচনে যদি একাধিক প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট পান, তাহলে প্রিসাইডিং অফিসার লটারীর মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন । লটারী কি পদ্ধতিতে হবে সেটি প্রিসাইডিং অফিসার সিদ্ধান্ত নিয়ে স্থির করবেন । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পদাধিকারী নির্বাচনের সময় একাধিক দল জোট গঠন করলেও পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন আইনের ২০ নং ধারা অনুসারে দলীয় জোটকে একক দল হিসাবে গণ্য করা হবে না । প্রার্থীরা স্ব স্ব নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে পদাধিকারী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন । যে প্রার্থী সর্বোচ্চ ভোট পাবেন তিনিই বিজয়ী হবেন । বিজয়ী প্রার্থীর বিপক্ষে যে সদস্যরা (নির্দল সদস্য সহ) ভোট দেবেন অথবা যেসব সদস্য ভোট দিতে বিরত থাকবেন তাঁরা বিরোধী সদস্য হিসাবে পরিগণিত হবেন, এবং তাঁরা যে এক বা একাধিক রাজনৈতিক দলের সদস্য হবেন সেই রাজনৈতিক দল বা দলগুলি বিরোধী দল বলে অভিহিত হবে ।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ পদ্ধতি আপনার জেলার রাজনৈতিক দলগুলিকে (জাতীয় দল এবং রাজ্য দল) অতি সত্বর জানাবেন ।

আপনার বিশ্বস্ত,

স্বা:-মানবেন্দ্রনাথ রায়
প্রধান সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা : ২৪৫৬/ ১(৮)/পিএন/ও/এক/ ১ই-৯/২০০৩ তারিখ : ১০. ০৬. ২০০৮

প্রতিলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রেরিত হল :

১. কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েত ভবন, কলকাতা-৭০০ ০০১ ।
২. অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যানী, নদীয়া ।
৩. অতিরিক্ত জেলা শাসক ....জেলা ।
৪. মহকুমা শাসক .... মহকুমা ।
৫. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক ....জেলা ।
৬. ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ....ব্লক ।
৭. ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের একান্ত সচিব ।
৮. রাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয়ের একান্ত সচিব ।

যুগ্মসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার